ইএসডিও বার্তা

বর্ষ ৩য়
সংখ্যা ০১
জানুয়ারি-২০১৯

ইএসডিও'র নিয়মিত মুখপত্র

শেষ হলো তৃতীয় পউষ মেলা ও দশম লোকায়ন পিঠা উৎসব

গত ২২ ও ২৩ পৌষ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ (৫ ও ৬ জানুয়ারী ২০১৯ খ্রী:) অনুষ্ঠিত হলো দশম লোকায়ন পিঠা উৎসব ও ২ দিন ব্যাপী তৃতীয় পউষ মেলা। ইএসডিও-লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘরের উদ্যোগে এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহায়তায় লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর চত্বরে আড়ম্বরপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতায় এই উৎসব শুরু হয়।

এতে উদ্বোধনী আলোচনা ছাড়াও অনুষ্ঠিত হয় শিশুদের চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন প্রকার পিঠা প্রদর্শণী ও দলীয় পিঠা প্রতিযোগিতা, মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং এ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী ধামের গান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. কে এম কামরুজ্জামান সেলিম, জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও; গেষ্ট অব অনার ছিলেন মোঃ মনিরুজ্জামান, পুলিশ সুপার, ঠাকুরগাঁও এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন রংপুর অঞ্চলের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা উপ-পরিচালক মো. আখতারুজ্জামান। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আল আসাদ মো. মাহফুজুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শীলাব্রত কর্মকার, এনডিসি মো. তরিকুল ইসলাম, বিজিবি হাসপাতালের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা মেজর ডাঃ এইচএম খালেদুজ্জামান, মেজর ইসফাক এলাহী, জেলা প্রশাসক পত্নী নুসরাত জাহান, পুলিশ সুপার পত্নী মিসেস হাসিনা, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পত্নী সম্পা কর্মকার, জেলা শিক্ষা অফিসার জনাব খন্দকার মোঃ আলাউদ্দীন আল আজাদ, প্রফেসর মনতোষ কুমার দে, ঠাকুরগাঁও প্রেস ক্লাব সভাপতি মনসুর আলী, লোকায়ন সম্পাদক মো. সাকের উল্লাহ, বিশিষ্ট সমাজ সেবি মোঃ মোদাচ্ছের হোসেন, সাবেক সভাপতি ঠাকুরগাঁও প্রেস ক্লাব আবু তোরাব মানিক, বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব রূপ কুমার গুহ ঠাকুরতা, অধ্যক্ষ মুহম্মদ জালাল উদ্দীন, অধ্যাপক আনসারুল ইসলাম, প্রিন্ট ও মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, ইএসডিও'র কর্মীবৃন্দ, ইকো পাঠশালা ও কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং দর্শনার্থীবৃন্দ। শুরুতেই ইকো পাঠশালা ও কলেজ এবং ইএসডিও'র শিল্পীবৃন্দ মনোমুগ্ধকর সংগীত পরিবেশন করেন। দেশের গান, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত, লোক সঙ্গীত এবং ক্ষুদ্র নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল উল্লেখযোগ্য।

বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায়

যৌতুক, বাল্যবিবাহ, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী

গণ সমাবেশে শপথ নিল শত শত শিক্ষার্থী এবং সুধীজন

তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের প্রাণ প্রিয় মাতৃভূমি লাল সবুজের বাংলাদেশে সকল সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদক মুক্ত ও দুর্নীতি মুক্ত করনে সরকারের সকল উদ্যোগের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখার দৃঢ় প্রত্যয়ে শপথ গ্রহন করলো শত শত শিক্ষার্থী ও ঠাকুরগাঁও'র বিভিন্ন স্তরের জনগণ।

গত ৩০ জানুয়ারী ২০১৯ সকাল ১০টায় ইকো পাঠশালা ও কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হয় যৌতুক, বাল্যবিবাহ,সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী গণ সমাবেশ। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহায়তায়; ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও কমিউনিটি পুলিশিং এর পৃষ্ঠপোষকতায় ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এই সমাবেশের আয়োজন করে।

ঠাকুরগাঁও'র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সহস্রাধিক শিক্ষার্থীসহ সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা, মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক, অভিভাবক, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধিসহ প্রায় দুই হাজার মানুষের সমাবেশ ঘটে। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. কে এম কামরুজ্জামান সেলিম, জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, পুলিশ সুপার, ঠাকুরগাঁও; জনাব মুহাম্মদ সাদেক কুরাইশী, চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও; জনাব মোঃ আব্দুল মতিন, মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ; জনাব খন্দকার মোঃ আলাউদ্দীন আল আজাদ, জেলা শিক্ষা অফিসার, ঠাকুরগাঁও। সভাপতিত্ব করেন ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ইকো পাঠশালা ও কলেজ এবং ইএসডিও'র উন্নয়ন কর্মীদের সমবেত কণ্ঠে 'মুক্তির মন্দির সোপানো তলে কত প্রাণ হলো বলিদান......' এই গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়।

বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায়

আমাদের কথা

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যার সময়ে ঠাকুরগাঁও জেলার কয়েকজন উদ্যমী যুবকের একতাবদ্ধ প্রয়াসে গড়ে উঠে। এর পর থেকে দেশের প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে ইএসডিও। যার জন্য ইতোমধ্যে কুড়িয়েছে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সুনাম। ইএসডিও সমতাভিত্তিক একটি সমাজ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করে-যেখানে থাকবে না কোন ক্ষুধা ও দারিদ্র। আগামীকে দেখাবে ন্যায় ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন। বিকশিত জীবনের স্বপ্নধারায় ইএসডিও পরিবারের প্রয়াস 'ইএসডিও বার্তা' এখন থেকে নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করার প্রচেষ্টায় আমরা থাকবো নিবেদিত। এজন্য প্রয়োজন আপনাদের মূল্যবান মতামত এবং নিয়মিত লেখা দিয়ে সহযোগিতা করা। ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথম প্রকাশ আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করছি। এই সংখ্যায় সংস্থা কর্তৃক নানা আয়োজনের পাশাপাশি ইএসডিও'র কর্মযজ্ঞের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। যা ইএসডিও বার্তার ফেব্রুয়ারি সংখ্যা হতে আরো সমৃদ্ধ করার আশা রাখছি। সকলের সহযোগিতায় ইএসডিও বার্তা সংস্থার সফল মুখপত্র হয়ে উঠতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সম্পাদক মন্ডলী

শেষ হলো তৃতীয় পউষ মেলা

১ম পৃষ্ঠার পর

আলোচনায় প্রধান অতিথি ড. কে এম কামরুজ্জামান সেলিম বলেন, 'ড. জামানের মতো মানুষ পাওয়া যুগে বিরল। অনেক ডিসি, এসপি সহজে আসে যায়, কিন্তু একজন শহীদ উজ জামান সৃষ্টি করা কঠিন। এটা ঠাকুরগাঁও বাসীর জন্য সম্মানের। তাঁর মত মানুষ আছে বলেই এধরনের সাংস্কৃতিক আবহ তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। এটা ঠাকুরগাঁওবাসী ও ইএসডিও'র জন্য কৃতিত্বের। এ জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁকে এবং ইএসডিওকে ধন্যবাদ জানাই। নির্বাচন শেষ হলো এখন আমরা একটি সুন্দর ও নান্দনিক ঠাকুরগাঁও গড়ে তুলতে চাই। এজন্য সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।'

গেষ্ট অব অনার পুলিশ সুপার মো: মনিরুজ্জামান বলেন, 'আজকের এই পিঠা উৎসবে এসে আমি মুগ্ধ ও প্রীত হয়েছি। এখানে গান বাজনাসহ নানা ধরনের পিঠা খাওয়ার সুযোগ আছে। যেটা আমি প্রত্যেকটি স্টলে ঘুরে ঘুরে খেলাম। এই উৎসব বার বার হলে ভালো হয়।'

স্বাগত বক্তব্যে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ও লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘরের চেয়ারম্যান ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান বলেন, 'ঠাকুরগাঁওয়ের গ্রামীন জীবনের সেই বোধ থেকে এই অঞ্চলের পউষ মেলা বা পিঠা উৎসব যুগ যুগ ধরে পালিত হয়ে আসছে। এটি কৃষিভিত্তিক জীবন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। এসব কারনে এখানকার সঙ্গীত, এখানকার চিন্তা চেতনা এবং উৎসব পালন করা হয় কৃষিকে কেন্দ্র করে। এই উৎসব পালন করার মধ্য দিয়ে সেই সব মানুষদের শ্রদ্ধা জানাই। তাঁদের কারনেই আজ আমরা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে বসবাস করছি। অতিথিদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।'

বিশেষ অতিথি রংপুর অঞ্চলের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা উপ-পরিচালক মো. আখতারুজ্জামান বলেন, 'আমি ঠাকুরগাঁয়ের সন্তান। এখানে আসতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। আজকের অনুষ্ঠানের ব্যানারে অতিথিদের নামের শেষে দেখা যাচ্ছে জামান নামের সমাহার। আজকের এই মিলন মেলায় নবীন প্রজন্ম অংশ নিয়েছে। তারা ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং বাঙালিত্বের এই নমুনা দেখে শিখবে এবং এভাবে আগামীর প্রজন্ম এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে বলে আমি মনে করি।' ইএসডিও'র পরিচালক(প্রশাসন) এবং ইকো পাঠশালা ও কলেজের অধ্যক্ষ সেলিমা আখতার তাঁর সমাপনী বক্তব্যে বলেন, 'ঠাকুরগাঁওবাসীর আগ্রহে লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘরের সুনাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সকলের অংশগ্রহনে আজকের পিঠা উৎসব এবং পউষ মেলা স্বার্থকতা লাভ করেছে। উৎসবপূর্ণ সংস্কৃতিতে অংশ নিতে এসে মানুষে মানুষে আগ্রহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। এটাই সবচেয়ে ইতিবাচক দিক।' উৎসবে যোগদানের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান তিনি। হরেক রকম পিঠার পসরা সাজিয়ে পিঠা উৎসবের আমেজকে আরও রঙীন করে তুলেছিল অংশগ্রহনকারী ১৩টি পিঠার স্টল। শুধুমাত্র রকমারী পিঠাই নয় পিঠা তৈরীর উপকরণ, কৌশল এবং উপস্থাপন নিয়েও জানার আগ্রহের কমতি ছিলনা দর্শণার্থীদের এবং এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পিঠা শিল্পীদের কখনও বিরক্ত হতে দেখা যায়নি বরং উৎসাহবোধ করেছেন। মেলায় প্রদর্শিত পিঠাগুলির নাম হচ্ছে- চিতই পিঠা, তেল পিঠা, ডিম চিতই, দুধ চিতই, পুলি পিঠা, দুধ পুলি পিঠা, মাংস পুলি পিঠা, হৃদয় হরণ পিঠা, রাজ ভাপা, সিমের ফুল পিঠা, সিমের বিচি পিঠা, গোলাপ ফুল পিঠা, রসে ডোবা গোলাপ পিঠা, রস পিঠা, বেনী পিঠা, রজনীগন্ধ পিঠা, ভাপা পিঠা, এনথনি পিঠা, কেয়াফুল পিঠা, সূর্যমুখী পিঠা, রসে ডোবা সূর্যমুখী পিঠা, সরিষা ফুলের ডিম পিঠা, বিবিখানা পিঠা, নিম পাতা পিঠা, দুধ সেমাই পিঠা, মউকা পিঠা, মাছ পিঠা, লবঙ্গ লতিকা পিঠা, কুলি পিঠা, চন্দ্র পিঠা, গুড়গুড়িয়া, নোনাস পিঠা, পাটি সাপটা, তারা পিঠা, বউ পিঠা, জামাই পিঠা, নকশা পিঠা, দুধ সুজির মালাইকারী পিঠা, সুজির ঝাটা পিঠা, তালের পিঠা, নেংড়া পিঠা বা নেরা পিঠা, মিষ্টি আলুর পিঠা, ঝিনুক পিঠা, কড়াইসুটি পিঠা, এলিন পিঠা, সরগজা পিঠা, বিস্কুট পিঠা, গাজররোল পিঠা, নারকেল পিঠা, মালপোয়া, মরিচ পিঠা, ধাপরা পিঠা ইত্যাদি।

পিঠা উৎসবে স্টল দিয়ে যে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহন করেছিল তারা হচ্ছেন-ইকো পাঠশালা ও কলেজ, রিভার ভিউ উচ্চ বিদ্যালয়, সালন্দর উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, পুলিশ লাইন স্কুল এ্যান্ড কলেজ, কালেক্টরেট স্কুল এ্যান্ড কলেজ, তানিয়া পিঠা ঘর, ম্যাজিক বাস পিঠা ঘর, আর কে স্টেট উচ্চ বিদ্যালয়, ইএসডিও অরণি পিঠা ঘর, ইএসডিও মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি এবং সি এম আইয়ুব বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। বিচারকগণের বিচারে পউষ মেলা ও পিঠা উৎসবে অংশগ্রহনকারী মোট ১৩টি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি'র মধ্যে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে ইকো পাঠশালা ও কলেজ, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে তানিয়া পিঠা ঘর এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে কালেক্টরেট স্কুল এ্যান্ড কলেজ।

এই উৎসবের আরো একটি ইভেন্ট শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা। এতে জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ১২০ জন শিক্ষার্থী ২টি বিভাগে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করেছিল। তাদের মধ্যে ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণী 'ক' বিভাগ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণী 'খ' বিভাগ । বিচারকগণের বিচারে প্রতিযোগিতায় 'ক' বিভাগে প্রথম হয়েছে রিফা তাসনিয়া (সুহা), ৫ম শ্রেণি, ঠাকুরগাঁও সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; দ্বিতীয় হয়েছে প্রাপ্তি সারোয়ার, ৫ম শ্রেণি, ঠাকুরগাঁও সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং তৃতীয় হয়েছে মীমতাসা ইসলাম সিক্ত, ৫ম শ্রেণি, ইকো পাঠশালা। 'খ' বিভাগে প্রথম হয়েছে ফাওজিয়া ফারিহা, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, ঠাকুরগাঁও সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; মুনতাজিলা মীম, ১০ম শ্রেণি, ঠাকুরগাঁও সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং তৃতীয় হয়েছে আতিয়া ইবনাত পাপড়ি, ১০ম শ্রেণি, ঠাকুরগাঁও সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

উৎসবের দ্বিতীয় দিনের শেষ বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় এ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী ধামের গান। ১৯৭১'র মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে স্থানীয় ভাবে স্থানীয় ভাষায় রচিত 'একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রাম' ধামের গানটি পরিবেশন করেন আকচা ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী ধামের গানের দল আকচা সিধাপাড়া নাট্যদল।

পিঠা উৎসবে ষ্টল পরিদর্শন করছেন জেলা প্রশাসক পত্নী নুসরাত জাহান এবং ইএসডিও'র পরিচালক (প্রশাসন) ও ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সেলিমা আখতার।

গণ সমাবেশে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরে ইএসডিও'র উন্নয়ন কর্মীরা অতিথিদের লাল সবুজ উত্তরীয় পড়িয়ে দেন। সমাবেশে উপস্থিত শিক্ষার্থীসহ সকলকে শপথ বাক্য পাঠ করান ইকো পাঠশালার ১ম শ্রেণীর ছাত্রী সাবরিন খান সিলমি। এসময়ে অতিথিবৃন্দ সহ সকলেই দাঁড়িয়ে এই শপথ বাক্য পাঠ করেন।

স্বাগত বক্তব্যে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান বলেন, আমরা এই গনসমাবেশ আয়োজন করেছি কারণ এটা বর্তমানে বাংলাদেশের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক। আপনারা নিশ্চই শুনেছেন মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বলেছেন যে, এখন আমাদের দেশে মুল মনোযোগ হবে সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।

তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরাই পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে আগামী দিনের সত্যিকারের অর্থবহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় পারস্পারিক ভেদাভেদ মুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মানে কার্যকর ভুমিকা রাখতে সক্ষম হবে। যে কাজটি বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে অনেক দূর এগিয়ে গেছে এবং এটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া বিরামহীন ভাবে সামাজিক ব্যাধি সমূহের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম ছাড়া এটি কখনো সম্ভব হবে না। এটি শুরু করতে হবে পরিবার থেকে, শুরু করতে হবে সমষ্টি থেকে, শুরু করতে হবে স্থানীয় পর্যায়, ইউনিয়ন পর্যায়, ওয়ার্ড পর্যায়,উপজেলা পর্যায়, জেলা পর্যায়, বিভাগীয় পর্যায় হয়ে জাতীয় পর্যায়ে আমরা একটি পর্যায়ে এসে সত্যিকার ভাবে বলতে পারবো হ্যাঁ, আমাদের দেশ যৌতুক, বাল্য বিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী একটি কার্যকর অর্থবহ উন্নয়নশীল থেকে উন্নত বাংলাদেশে খুব শিগগিরই পরিণত হব। আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে খুব শীগ্রই আমরা মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ঠাকুরগাঁওয়ে এই একই বিষয় নিয়ে ৫০হাজার মানুষের উপস্থিতিতে একটি বৃহত্তর পরিসরে গণ সমাবেশ করবো। সমাবেশ করাটিই মূখ্য উদ্দেশ্য নয়, মূখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে সমাবেশের মাধ্যমে যে বার্তা সেটি যদি আমরা কার্যকর ভাবে নিজেরা বিশ্বাস করতে পারি, পৌঁছে দিতে পারি অন্যের দিকে এবং বৃহত্তর পরিসরে তাহলে এই উদ্দেশ্য সফল হবে। আগুনের এই পরশমনি ছড়িয়ে যাক বাংলাদেশের সব জায়গায়।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে এই ধরনের একটি আয়োজনের জন্য ইএসডিও'কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ইএসডিও সব সময় সব সুন্দরের সঙ্গে, সব ভালোর সঙ্গে, সব মঙ্গলের সঙ্গে থাকে। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ইএসডিও যে এই ধরনের সামাজিক ব্যাধি, সামাজিক ক্যান্সার (যৌতুক, বাল্য বিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদক ও দুর্নীতি) কে নিয়ে ইএসডিও কাজ করছে। এই ধরনের ব্যাধি থেকে দ্রুত মুক্ত হতে আমাদের সকলকে যার যার জায়গা থেকে কাজ করতে হবে। শুধু আইন শৃঙ্খলা বা প্রশাসনের পক্ষে এটা কোন ভাবেই সম্ভব নয়, যদি না আমরা আপামর জনসাধারণ-শিক্ষক-ছাত্র-শ্রমিক-মজুর যে যেখানে যে অবস্থাতে আছি এই সামাজিক ব্যাধির কুফল সম্পর্কে যদি অবহিত না হই।

এ জন্য এই ধরনের পদক্ষেপ, এই ধরনের উদ্যোগ অবশ্যই দরকার আছে। শুধু এখানে নয় প্রতি গ্রামে, প্রতি ওয়ার্ডে, পাড়ায় মহল্লায় আমাদের এই ধরনের সমাবেশ করতে হবে। এর কুফল সম্পর্কে জানাতে হবে।

সমাবেশে উপস্থিতির মধ্য থেকে বক্তব্য প্রদান করেন ঠাকুরগাঁও প্রেস ক্লাব সভাপতি জনাব মনসুর আলী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব আবু তাহের মোঃ আব্দুল্লাহ, উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, জনাব আব্দুল আলি, বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোজাম্মেল হক, ঠাকুরগাঁও সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জনাব আশিকুর রহমান, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আকচা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব সুব্রত কুমার বর্মন, আউলিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আতিকুর রহমান, ঠাকুরগাঁও সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র সহকারি শিক্ষক জনাব সালেহা খাতুন, ঠাকুরগাঁও কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব মাওলানা খলিলুর রহমান, আউলিয়াপুর ইউনিয়নের কাজী জনাব আবুল কাসেম, শিক্ষার্থীদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ইএসডিও-সমৃদ্ধি শাপলা ইকো কিশোরী ক্লাবের সদস্য এবং হাজী কামরুল হুদা চৌধূরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণির ছাত্রী সোনিয়া আখতার, ইএসডিও-সমৃদ্ধি বেলীফুল ইকো কিশোরী ক্লাবের সদস্য এবং ভূল্লী ডিগ্রী কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী কৃষ্ণা রানী এবং ইএসডিও-সমৃদ্ধি কৃষ্ণচূড়া ইকো কিশোরী ক্লাবের সদস্য ও ভূল্লী ডিগ্রী কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী নন্দিতা রানী।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তব্য রাখেন, ইএসডিও'র অবৈতনিক পরিচালক (প্রশাসন) এবং ইকো পাঠশালা ও কলেজের অধ্যক্ষ জনাব সেলিমা আখতার।

সবশেষে প্রতিপাদ্যের উপর জনসচেতনতামূলক একটি গম্ভীরা পরিবেশন করেন ইএসডিও'র কর্মকর্তা সুজন খান ও শাহীন।

গণ সমাবেশে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ শপথ গ্রহণ করছে।

ঠাকুরগাঁও জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য-গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত

ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র আয়োজনে গত ২২ জানুয়ারি ২০১৯ ইএসডিও প্রধান কার্যালয়ের মেধা অনুশীলন কেন্দ্রে মো. সোহেল রানা রচিত 'ঠাকুরগাঁও জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য'- গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঠাকুরগাঁও জেলার জেলা প্রশাসক ড. কে এম কামরুজ্জামান সেলিম এর সভাপতিত্বে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ, অধ্যাপক প্রত্নতত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়; ড. খালেদ হোসাইন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ. জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়; ড. এমরান জাহান অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়; বেলাল রব্বানী, অধ্যক্ষ, সমিরউদ্দীন স্মৃতি মহাবিদ্যালয়; মোঃ আলমগীর, অধ্যক্ষ, লাহিড়ী ডিগ্রী কলেজ।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোঃ সফিকুল ইসলাম, সদস্য, সাধারণ পরিষদ, ইএসডিও; বক্তব্য রাখেন-অধ্যক্ষ মোঃ আতাউর রহমান। উপস্থিত আলোচকবৃন্দ বলেন, এ ধরনের অঞ্চল ভিত্তিক রচনা সমাজের দর্পন। অঞ্চল ভিত্তিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য জানবার কৌতুহলী মানুষের সংখ্যা অনেক। বইটি প্রকাশে এ ধরনের পাঠকের চাহিদা মিটাতে সহায়তা করবে। আলোচকগণ বইটি প্রকাশে লেখকের মননশীলতা ও পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ জানান। সভাপতির বক্তব্যে ড. কে এম কামরুজ্জামান সেলিম বলেন- এ ধরনের সৃষ্টি, সৃজনশীলতা মানুষকে আলোর পথ দেখায়। ঠাকুরগাঁও জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য সমন্ধে জানার যে সুযোগ, উপায় লেখক তৈরি করে দিলেন এজন্য তাকে সাধুবাদ জানাই। আমি সব সময়ে লক্ষ্য করেছি যেখানেই কল্যাণ, শুভ, সৃষ্টি সেখানেই দেখি ইএসডিও, নব নব সৃষ্টির উল্লাস আমি ড. জামানের মাঝে প্রতিনিয়তই খুঁজে পাই। পিছন ফিরে দেখা নয়, নতুন স্বপ্নের সম্ভাবনায় আগামীকে স্বাগত জানাতে ড. জামান অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

বইটির লেখক মো. সোহেল রানা তাঁর বক্তব্যে বইটি প্রকাশের নানা দিক তুলে ধরেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই বইটি বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস পৃণর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ঐক্য, সাম্য ও ভাতৃত্বের সেতু বন্ধনে ইএসডিও আয়োজিত ফুটবল ও হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র যৌথ উদ্যোগে পঞ্চগড় জেলার ৪টি উপজেলায় ৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ঠাকুরগাঁও জেলার ৫টি উপজেলার ৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় ফুটবল ও হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে । প্রতিযোগিতায় ছেলেদের জন্য ফুটবল এবং মেয়েদের জন্য হ্যান্ডবল খেলা নির্ধারিত ছিল। খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার হিসেবে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ ট্রফি তুলে দে'য়া হয়। জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক কার্যবিবরণী নিম্নরূপ-

পঞ্চগড় সদর উপজেলা

গত ১৭ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখে পঞ্চগড় সদর উপজেলার ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ফুঠবল ও হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চগড় সুগার মিল হাই স্কুল মাঠে। এতে ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় রজলী খালপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় এবং রানার আপ পঞ্চগড় সুগার মিল হাই স্কুল। ছাত্রীদের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গরিনাবাড়ী নতুনহাট আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং রানার আপ পঞ্চগড় সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শংকর কুমার ঘোষ, জেলা শিক্ষা অফিসার, পঞ্চগড় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বোদা উপজেলা

পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ফুঠবল ও হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় গত ১০ জানুয়ারী ২০১৯ স্থানীয় বোদা সরকারী পাইলট মডেল স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে। ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় বোদা সরকারী পাইলট মডেল স্কুল এন্ড কলেজ এবং রানার আপ পাথরাজ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়; হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নবাবগঞ্জ বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম উচ্চ বিদ্যালয় এবং রানার আপ বোদা সর্দারপাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মোঃ আবুল হোসেন, উপজেলা মাধ্যমিক অফিসার , বোদা, পঞ্চগড় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

আটোয়ারী উপজেলা

উপজেলার ৮টি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ফুঠবল ও হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ১৩ জানুয়ারী ২০১৯ স্থানীয় আটোয়ারী মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় আটোয়ারী মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় এবং রানার আপ হয়েছে আলোয়াখোয়া তফসিলী স্কুল এন্ড কলেজ। হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আটোয়ারী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং রানার আপ রাধানগর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন আটোয়ারী উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জনাব মো. তবারক হোসেন।

দেবীগঞ্জ উপজেলা

গত ১৫ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখে পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ফুঠবল ও হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ডা. মেজর (অব:) তানভিরুজ্জামান উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে। এতে ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় ডা. মেজর (অব:) তানভিরুজ্জামান উচ্চ বিদ্যালয় এবং রানার আপ নৃপেন্দ্র নারায়ন সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়। ছাত্রীদের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দেবীগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং রানার আপ রিভার ভিউ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মোঃ সলিমুল্লাহ, উপজেলা মাধ্যমিক অফিসার , দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলা

গত ১২ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলার ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কুরবুলার মাঠে ফুটবল ও হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ফুটবল প্রতিয়োগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় বীরগড় উচ্চ বিদ্যালয় এবং রানার-আপ হয় হরিপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়। ছাত্রীদের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় খোলড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় এবং রানার-আপ হয় হরিপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়। খেলা শেষে বিজয়ী দল ও বিজিত দলকে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হরিপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মোঃ নূরল ইসলাম।

পীরগঞ্জ উপজেলা

ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে পীরগঞ্জ পাবলিক ক্লাব মাঠে ফুটবল ও হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ফুটবল প্রতিয়োগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় পীরগঞ্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় এবং রানার-আপ হয় বাঁশগাড়া উচ্চ বিদ্যালয়। ছাত্রীদের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় লোহাগাড়া উচ্চ বিদ্যালয় এবং রানার-আপ হয় আর এন উচ্চ বিদ্যালয়। খেলা শেষে বিজয়ী দল ও বিজিত দলকে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পীরগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জিয়াউল ইসলাম।

বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা

ঠাকুরগাঁও জেলার বালিডাঙ্গী উপজেলায় গত ২০ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বালিয়াডাঙ্গী সমির উদ্দীন স্মৃতি মহাবিদ্যালয় মাঠে ফুটবল ও হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় । এতে ফুটবল প্রতিয়োগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় বালিয়াডাঙ্গী পাইলট সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় এবং রানার-আপ হয় শাহবাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়। ছাত্রীদের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় আর আলী উচ্চ বিদ্যালয় এবং রানার-আপ হয় শাহবাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়। খেলা শেষে বিজয়ী দল ও বিজিত দলকে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুর রহমান।

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় গত ২২ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে জেলা স্কুল বড় মাঠে ফুটবল ও হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। । এতে ছাত্রদের ফুটবল প্রতিয়োগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় রিভার-ভিউ উচ্চ-বিদ্যালয় এবং রানার-আপ হয় গোয়ালপাড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়। ছাত্রীদের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় চাম্পিয়ন হয় কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ এবং রানার-আপ হয় আর কে স্টেট উচ্চ বিদ্যালয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জেলা শিক্ষা অফিসার জনাব মো. আলাউদ্দিন আল আজাদ খেলা শেষে বিজয়ী দল ও বিজিত দলকে পুরস্কার তুলে দেন ।

রাণীশংকৈল উপজেলা

ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলায় গত ২৪ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র- ছাত্রিদের নিয়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠে ফুটবল ও হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রদের ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় কেন্দ্রীয় উচ্চ বিদ্যালয় এবং রানার-আপ হয় রাণীশংকৈল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়। ছাত্রীদের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় বি এন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং রানার-আপ হয় জগুগা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। খেলা শেষে বিজয়ী দল ও বিজিত দলকে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাণীশংকৈল উপজেলার মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জনাব আবিদা সুলতানা।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ফ্রি গাইনী ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নে দরিদ্র রোগীদের মাঝে ইএসডিও সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ফ্রি গাইনী ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এই ক্যাম্পের আয়োজন করে। আউলিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান ক্যাম্পের শুভ উদ্বোধন করেন। ক্যাম্পে সংশ্লিষ্ট এলাকার ১০৩ জন রোগীর রক্তের গ্রুপিং ও ৫৭ জন রোগীর ডায়াবেটিক পরীক্ষা এবং ২০৭ জন রোগীকে গাইনী চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন গাইনী বিশেষজ্ঞ ডা. মোছাঃ শিরিন আক্তার (পপি), এমবিবিএস; বিসিএস (স্বাস্থ্য) পি.জি.টি (গাইনী এন্ড অব্স) (গাইনী, প্রসূতি চিকিৎসক ও সার্জন) এম,ও,ডি,সি, সিভিল সার্জন অফিস আধুনিক সদর হাসপাতাল, ঠাকুরগাঁও। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আউলিয়াপুর ইউনিয়ন এর সমৃদ্ধি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ মফিজুর রহমান মনি ও ইউপি সদস্য আবুল হোসেন। স্বাস্থ্য সহকারী রজনী কান্ত , বর্ষা রাণী ও স্বাস্থ্য সেবীগণ উপস্থিত থেকে ক্যাম্পের সহযোগিতা প্রদান করেন। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এই অঞ্চলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে ইএসডিও'র ভূমিকার প্রশংসা করেন।

ডায়াবেটিকস্ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায়

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র অর্থায়নে ও ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) কর্তৃক বাস্তবায়িত সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় আউলিয়াপুর ইউনিয়নে গত ১৭ জানুয়ারী ২০১৯ আউলিয়াপুর ইউনিয়নে ডায়াবেটিকস্ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা ভুবেন বাবুর সভাপতিত্বে আউলিয়াপুর ইউনিয়ন এর সচিব আলহাজ্ মো: রফিকুল ইসলাম ডায়াবেটিকস ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন। মোট ২৩৪ জন রুগী এই ক্যাম্প থেকে চিকিৎসা সেবা গ্রহন করেন। এর মধ্যে ১০৩ জনের রক্তের গ্রুপিং ও ১৩১ জনকে ডায়াবেটিকস পরীক্ষা করে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। ডায়বেটিকস ক্যাম্পটি ২জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত হয়। এর মধ্যে রক্তের গ্রুপিং করেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণ। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন আউলিয়াপুর ইউনিয়নের সমৃদ্ধি প্রকল্পের ইপিসি মোঃ মফিজুর রহমান মনি, জোনাল ম্যানেজার কৃষ্ণ কুমার রায়, কৃষি কর্মকর্তা বুধারু বর্মন, ইউপি সদস্য, ইউপি সচিব, স্বাস্থ্য সহকারী, ও স্বাস্থ্য সেবীগন উপস্থিত থেকে ক্যাম্পটি পরিচালনা করেন।

প্রবীণদের ছাতা, কম্বল, কমোড, লাঠি ও হুইল চেয়ার বিতরণ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহায়তায় ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) নীলফামারী জেলার সদর উপজেলার চাপড়া সরমজানি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের মাঝে ছাতা, কম্বল, কমোড, লাঠি ও হুইল চেয়ার ১৬২টি পরিবারে বিতরণ করা হয়েছে। ইএসডিও-প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আয়োজনে প্রকল্পের ফোকাল পার্সন শাহ মোঃ আমিনুল হক এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নীলফামারী সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নূরল ইসলাম নাহিদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ১৪ নং চাপড়া সরমজানি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোঃ খলিলুর রহমান। ১৬২টি পরিবারের ১৬২ জন প্রবীণের মাঝে ১০০টি কম্বল, ২০টি ছাতা, ২০টি কমোড, ২০লাঠি এবং ২টি হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।

ঠাকুরগাঁও'র পীরগঞ্জ সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিনামূল্যে চক্ষু ছানি অপারেশন

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র উদ্যোগে এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় চক্ষু ছানি আক্রান্ত দরিদ্র রোগীদের জন্য বিনামূল্যে চক্ষু ছানি অপারেশন ও প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ৩১ জানুয়ারী ২০১৯ ঠাকুরগাঁও জেলা পীরগঞ্জ উপজেলার জাবরহাট ইউনিয়ন পরিষদে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় চক্ষু ছানি আক্রান্ত দরিদ্র রোগীদের গাওসুল আযম বিএনএসবি আই হসপিটাল, দিনাজপুর এর অভিজ্ঞ ডাক্তারবৃন্দ প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা সহ বিনামূল্যে চক্ষু ছানি অপারেশনের জন্য ছানি আক্রান্ত রোগীদের বাছাই করেন। জাবরহাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে ক্যাম্পের শুভ উদ্বোধন করেন পীরগঞ্জ উপজেলার উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ জিয়াউল ইসলাম জিয়া। তিনি ইএসডিও'র এ ধরনের স্বাস্থ্য সেবা মূলক কাজের প্রশংসা করেন এবং ইএসডিও সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিভিন্ন রকম উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের কথা তুলে ধরেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্বপন কুমার সাহা- এপিসি, ইএসডিও; মোঃ মকবুল হোসেন, বিশিষ্ট সমাজসেবক; মোঃ হামিদুর রহমান, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গাওসুল আযম বিএনএসবি আই হসপিটাল, দিনাজপুর। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইএসডিও মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির পীরগঞ্জ এরিয়া ম্যানেজার মোঃ গোলাম মোস্তফা, মোঃ ওয়ালিউর রহমান,

বাকী অংশ ৭ পৃষ্ঠায়

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল বালিকা ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর আর্থিক সহযোগিতায় এবং ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) বাস্তবায়িত "ইম্পাওয়ারিং এডোলেস্সেন্ট গার্লস টু ইন্ড চাইল্ড ম্যারেজ ইন বাংলাদেশ প্রজেক্ট" এর সহযোগিতায় উক্ত খেলা অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৭ জানুয়ারি ২০১৯ রোজ রবিবার হাতীবান্ধা এস এস সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত হলো বালিকা ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা। হাতীবান্ধা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মো. লিয়াকত হোসেন বাচ্চু উক্ত খেলার শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. সরওয়ার হায়াত খান, অধ্যক্ষ, হাতীবান্ধা আলীমুদ্দিন সরকারি কলেজ এবং প্রধান শিক্ষক হাতীবান্ধা এস এস সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় সহ আরো অনেকে।

গত ২৫ জানুয়ারি অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের পরামর্শক্রমে শরীরচর্চা শিক্ষকের সাথে সহ-পাঠ্যক্রমিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলে মেয়েদের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার বিষয়টি নির্বাচন করা হয়। ব্যাডমিন্টন এর পাশাপাশি আরো কিছু খেলা নির্বাচন করা হয়। যেমনঃ বুদ্ধি পরীক্ষা, চাকতি নিক্ষেপ, লৌহ গোলক নিক্ষেপ, দীর্ঘ লম্ফ, রশি চালনা, সুই-সুতা দৌড়, পিছন দিকে দৌড়, ১০০-৪০০ মিটার দৌড় ইত্যাদি। দিনের সব খেলার মধ্যে আকর্ষনীয় ছিল ব্যাডমিন্টন খেলাটি। লাল ও সবুজ নামে দুটি দলের অংশগ্রহণে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি দলে দুজন করে মোট ৪ জন প্রতিযোগীর টান টান উত্তেজনায় চলে দর্শক নন্দিত খেলাটি। মাঠে সজ্জিত প্যান্ডেল এর পাশাপাশি দর্শকগণ বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা ভিড় জমায় ব্যাডমিন্টন কোর্টের দিকে। উৎসাহ দিতে থাকে তাদের পছন্দের লাল ও সবুজ দলকে। সোহাগী রানী লাল দলে এবং সুমি খাতুন সবুজ দলে ক্যাপ্টেন হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। সোহাগী রানীর সাথে সহযোগী খেলোয়াড় হিসেবে সাজিদা ইবনাত সাহিত্য এবং সুমির সাথে সহযোগী খোলোয়াড় হিসেবে মারুফা আক্তার । খেলাটি পরিচালনা করেন মহেশ্বর বর্মন, শারীরিক শিক্ষক, হাতীবান্ধা এসএস সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। মোট তিনটি গেমের ২ টিতে জয়লাভ করে সোহাগী ও সাহিত্য এর লাল দল বিজয় ছিনিয়ে নেয়। সুমি ও মারুফার সবুজ দল খুব অল্প পয়েন্টের ব্যবধানে হেরে রানার আপ হয়। খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন দল এবং রানার আপ দলের সকল খেলোয়াড়দের উৎসাহ বৃদ্ধিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়। উভয় দলের খেলোয়াড়দের ইচ্ছা এই খেলার মাধ্যমে একদিন বিজয় ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে বিদ্যালয়ের সুনাম ছড়িয়ে দিবে।

চর সিন্দূর্ণা গ্রামে শিশু বিবাহ বন্ধে একসাথে কাজ করছে তিস্তা শিশু দল

লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সিন্দুর্না ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরত্বে তিস্তা নদীর নিকটবর্তী চর সিন্দুর্না গ্রামের অবস্থান। গ্রামটিতে শিশু বিবাহ যেন একটি নিত্য নৈমিত্যিক বিষয়। কিন্তু বর্তমানে দিন দিন এই চিত্র পরিবর্তীত হচ্ছে। প্রায় ৫ মাস আগে এলাকার ২৫ জন শিক্ষার্থী নিয়ে তিস্তা শিশু দল নামে একটি দল গঠন করা হয় শিশু বিবাহ বন্ধ রোধ করতে। এই দলটি বর্তমানে শিশু বিবাহ বন্ধ রোধ করতে আন্তরিকভাবে কাজ করছে। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর আর্থিক সহায়তায় এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর বাস্তবায়নাধীন ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট-২'র মাধ্যমে তিস্তা শিশু দল সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চর সিন্দুর্নার রেহেনা আক্তার (১৫) নবম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী এবং তিস্তা শিশু দলের সদস্য। সে বলে, 'বিগত পাঁচ মাসের মধ্যে আমরা চরের মোট পাঁচটি শিশু বিবাহ রোধ করতে পেরেছি। শিশু বিবাহ বন্ধে চরের মানুষ এবং তাদের কন্যা সন্তানের সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রতি সপ্তাহে দুই দিন আমরা একত্রে বসি এবং শিশু বিবাহের কুফল সম্পর্কে আলোচনা করি।'

একই চরের জুলেখা আক্তার (১৬) দশম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী এবং তিস্তা শিশু দলের সদস্য। সে বলে, 'আমরা দেখি শিশু বিবাহ কখনও জীবনে সুখ বয়ে আনেনা। ইহা শুধুমাত্র জীবনকে ধ্বংস করে দেয় সুতরাং আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে আমাদের চর হবে শিশু বিবাহ মুক্ত এবং শিশু বিবাহ বন্ধে আমাদের প্রচারনা অব্যাহত থাকবে, যা চরের অন্যান্য যায়গায় ছড়িয়ে পড়বে। সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভিভাবকদের শিশু বিবাহের কু-প্রভাব সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করাই আমাদের দলের দায়িত্ব।'

জাহেদা বেগম (৪২) একজন অভিভাবক। তিনি বলেন, 'আমি মনে করতাম শিশুদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন শিশু বিবাহ, আমি এ বিষয়ে প্রভাবিতও করতাম। কিন্তু আমি বর্তমানে এর খারাপ প্রভাবগুলো বুঝি।'

তিস্তা শিশু দলের দায়িত্বপূর্ণ কাজের ফলে চর এলাকার মানুষ পর্যায়ক্রমে শিশু বিবাহের কবল থেকে মুক্ত হচ্ছে এবং শিশুরা তাদের শিক্ষা চক্র আনন্দের সাথে সম্পন্ন করতে পারছে। এই পরিবর্তনগুলি মূলত: ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট-২ এর উদ্দেশ্য শিশু বিবাহ কমানোর ক্ষেত্রে অবদান রাখছে।

রংপুর ও নীলফামারী জেলায়

৮ম পৃষ্ঠার পর

জনাব উম্মে ফাতিমা এর সভাপতিত্বে প্রকল্পের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন জনাব, গোলাম রাব্বানী ম্যানেজার মাল্টি সেক্টরাল গভর্নেন্স কেয়ার বাংলাদেশ রংপুর। তিনি বলেন নীলফামারী জেলার ৪টি উপজেলায় নীলফামারী সদর, ডোমার, জলঢাকা ও কিশোরগঞ্জ এবং রংপুর জেলার তারাগঞ্জ, কাউনিয়া ও গঙ্গাচড়া উপজেলার ৬৫ টি ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদ, ২১৪ টি কমিউনিটি ক্লিনিক ও ৩৩০ টি স্কুলে সরকারের দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫) বাস্তবা য়নে সহযোগিতা প্রদানের জন্য কাজ করবে। প্লান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি হারজিনা জহুরা প্রকল্পের স্কুল বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, কেয়ার বাংলাদেশ, প্লান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও ইএসডিও'র প্রতিনিধিবৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধি ও সাংবাদিক বৃন্দ। সভাটি সঞ্চালন করেন মোছাঃ পোরসিয়া রহমান, সহকারী প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইএসডিও । প্রকল্পের অবহিতকরনের পাশাপাশি উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয় এবং উক্ত কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো আলোচনা করা হয়। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাঃ তপন কুমার রায়, পুষ্টি কমিটির দায়িত্ব কর্তব্য সহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় পুষ্টি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন।

গঙ্গাচড়া, রংপুর

রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলায় অফিসার্স কল্যাণ ক্লাবের সম্মেলন কক্ষে গত ১৫ জানুয়ারী ২০১৯, Joint Action for Nutrition Outcome (JANO) প্রকল্পের অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা জনাব ডা: মো: নাজমুল হুদার সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জানো প্রকল্পের অবহিতকরনের পাশাপাশি উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। এ সময় নবগঠিত পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সকল সদস্য, এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, এবং কেয়ার বাংলাদেশ ও ইএসডিও'র কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কেয়ার বাংলাদেশ'র কেপাসিটি বিল্ডিং সেক্টরের প্রজেক্ট ম্যানেজার জনাব রজব আলী অবহিতকরণ সভায় জানো প্রকল্পের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, প্রত্যাশিত ফলাফল, কাজের কৌশল সহ প্রকল্পের সার্বিক পরিচিতি সকলের সামনে উপস্থাপন করেন। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন ইএসডিও- জানো প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব মারুফ আহ্মেদ।

কাউনিয়া, রংপুর

গত ২৮ জানুয়ারী ২০১৯, রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলার উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে Joint Action for Nutrition Outcome (JANO) প্রকল্পের অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা জনাব ডা: মো: আসিফ ফেরদৌস এর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কাউনিয়া উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব এসএম নাজিয়া সুলতানা। সভায় 'জানো' প্রকল্পের অবহিতকরনের পাশাপাশি উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। এ সময় নবগঠিত পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সকল সদস্য, এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, এবং কেয়ার বাংলাদেশ ও ইএসডিও'র কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কেয়ার বাংলাদেশ'র কেপাসিটি বিল্ডিং সেক্টরের প্রজেক্ট ম্যানেজার জনাব রজব আলী অবহিতকরণ সভায় জানো প্রকল্পের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, প্রত্যাশিত ফলাফল, কাজের কৌশল সহ প্রকল্পের সার্বিক পরিচিতি সকলের সামনে উপস্থাপন করেন। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন ইএসডিও- জানো প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব মারুফ আহ্মেদ।

ঠাকুরগাঁও'র পীরগঞ্জ সমৃদ্ধি

৫ম পৃষ্ঠার পর

উপজেলা ম্যানেজার-প্রেমদীপ প্রকল্প, ইএসডিও। বিনামূল্যে চক্ষু ছানি অপারেশন ও প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা ক্যাম্পে ডাঃ মোল্লা জালাল হোসেন এর নেতৃত্বে ০৮ সদস্য বিশিষ্ট মেডিক্যাল টীম দ্বারা ৮০৭ জন রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং ছানি অপারেশনের জন্য ৬৪ জন রোগী বাছাই করা হয়। স্বাস্থ্য ক্যাম্পে সার্বিক সহযোগিতা করেন জাবরহাট ইউনিয়নের ইএসডিও- সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ সোহেল রানা, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মোঃ আবু সাঈদ, রজনী কান্ত রায়, স্কুল সুপারভাইজার মোঃ রশিদুল ইসলাম। এছাড়াও স্বাস্থ্য ক্যাম্পে উপস্থিত থেকে সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করেন ইএসডিও প্রেমদীপ প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মীবৃন্দ সহ স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচির সকল স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষিকাবৃন্দ।

আদিবাসী যুবদের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত বিশ্বনাথ মূরমূ

পরিচিতি ঃ ঠাকুরগাও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার সর্ব দক্ষিনে ভারতের সীমান্তবর্তী ৯ নং সেনগাঁও ইউনিয়নের দস্তমপুর গ্রাম। দস্তমপুর গ্রামে ৪৪ টি আদিবাসী পরিবার বসবাস করে। সেখান আদিবাসীদের যুব ছেলে মেয়েদের মধ্যে বেশিরভাগই বেকার। ঐ গ্রামে ভুপেন মর্মুর ৩ ছেলে মেয়ের মধ্যে ২য় ছেলে বিশ্বনাথ মর্মু একজন।

শুধমাত্র বিশ্বনাথ মর্মুর বাবার একার রোজগারে অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে চলছিল তাদের সংসার। এদিকে বিশ্বনাথ ২০১৬ সালে এইচএসসি পাশ করে বাড়ীতে বসে আছে। টাকার অভাবে ভর্তি হতে পারছেনা উপরের ক্লাসে। এইচএসসি পাশ বিশ্বনাথ না পারছে লেখাপড়া চালাতে না পারছে মানুষের বাড়ীতে/মাঠে কাজ করতে। মাঠে কৃষি শ্রমিকের কাজ করতে চাইলেও শিক্ষিত ছেলেকে মাঠের কাজ দিতে আগ্রহ দেখায় না স্থানীয় জমির মালিকেরা। সংসারের অভাব অনটন, লেখাপড়া এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারা ও রোজগার করতে না পারার মতো কারণগুলো বিশ্বনাথকে হতাশার জালে আবদ্ধ করেছে। বিশ্বনাথ যখন দিশেহারা, যখন বিশ্বনাথের বর্তমান ও ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন ঠিক সেই সময় ২০১৭ সালে ইএসডিও হেকস্ ইপারের আর্থিক সহায়তায় প্রেমদীপ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করে বিশ্বনাথের গ্রামে। প্রেমদীপ প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রমের সঙ্গে গ্রামের বেকার যুবক যুবতীদের কারিগরি প্রশিক্ষন প্রদান করে কর্মসংস্থানে সম্পৃক্তকরণ এর মাধ্যমে আদিবাসী পরিবারে বেকার সমস্যা দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল ট্রেনিং এন্ড এ্যাডুকেশন (এঠউএ) কার্যক্রম শুরু করে। গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (ভিডিসি) সভার মাধ্যমে বিশ্বনাথের মা জানতে পারে ইএসডিও প্রেমদীপ প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষিত কম শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষন প্রদান করা হচ্ছে। অতঃপর প্রকল্পের লক্ষিত যুবদের প্রশিক্ষণে চাহিদা নিরুপনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ২০১৭ সালে ইএসডিও প্রেমদীপ প্রকল্পের সহযোগিতায় ইকো ইনসিটিটিউট অফ টেকনোলজি (ইআইটি) ঠাকুরগাঁও-এ ৬ মাস মেয়াদী কম্পিউটার গ্রাফিক্স এন্ড ওয়েব ডিজাইন কোর্সে ভর্তি করা হয় বিশ্বনাথকে। প্রশিক্ষন শেষে বিশ্বনাথ প্রেমদীপ প্রকল্পের যোগাযোগের মাধ্যমে পীরগঞ্জ রংগন ডিজিটাল প্রেসে চাকুরী করে। কিছু দিন পর সে রংগন ডিজিটাল প্রেসে চাকুরী ছেড়ে এবি কম্পিউটার নামক একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ শুরু করে। এবি কম্পিউটারে প্রায় ছয় মাস কাজ করার পর সে চিন্তা করলো নিজেই দোকান দিয়ে প্রতিষ্ঠানের মালিক হবে। ইতোমধ্যে দুটি প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে সে কিছু টাকাও জমিয়েছে। তারপর তার বাবার কাছে থেকে কিছু টাকা ও তার জমানো টাকা দিয়ে তার বাড়ীর পাশে অষ্ট্রপহর বাজারে একটি দোকান ঘর তৈরী করল এবং ইএসডিও মাইক্রো ফিন্যান্স কর্মসূচী থেকে ৫০০০০ টাকা ঋন নিয়ে কম্পিউটার, প্রিন্টার, ক্যামেরা ক্রয় করলো। এর পর শুরু করলো তার স্বপ্নের সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 'বিউটি টেলিকম এন্ড ডিজিটাল ষ্টুডিও'। দিন যায় দোকানে বেশ কাস্টমারের ভীড় জমে উঠে। দৈনিক ৪০০-৫০০ টাকা রোজগার হয়। প্রতিদিন কম্পিউটার কম্পোজ, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ফটোকপি, ছবি প্রিন্ট, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কার্ড প্রিন্ট ও গান ডাউন লোড দেয়ার কাজ চলে তার দোকানে। প্রতিমাসের আয় থেকে সে ঋণের কিস্তি দেয় ও বাকি টাকা সংসারের কাজে লাগায়। ব্যবসা প্রসারে লভ্যাংশের টাকা থেকে সে একটি লেমেনেটিং মেশিন ক্রয় করেছে। তাকে এখন এলাকার মানুষ এক নামে চেনে। সে এখন অষ্ট্রপহর বাজারের অনেক ব্যবসায়ীদের মধ্যে এক জন। সে একজন আদিবাসী ছেলে হয়েও তার কাছে হিন্দু মুসলিম সহ সমাজের মূলধারার মানুষেরা বিভিন্ন কাজের জন্য আসে। তার দোকানে কাজে আসা এক ব্যক্তি বলেন 'এই কাজ করার জন্য আগে আমাদের ১১ কিমি দুরে পীরগঞ্জ উপজেলায় যেতে হতো এখন এই কাজ আমারা বাড়ীর কাছেই করতে পারছি'। এতে করে আমাদের সময় ও অর্থ বাচছে। বিশ্বনাথ মূরমূ তার স্বপ্নের পরিধি বাড়িয়ে নিজের পাশাপাশি অন্যান্য আদিবাসী যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য তার প্রতিষ্ঠানকে আরো বড় করতে চায়। ভূমিকা রাখতে চায় আদিবাসী উন্নয়নে। সে এখন এলাকায় আদিবাসী যুবদের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

রংপুর ও নীলফামারী জেলায় জানো প্রকল্পের অবহিতকরণ ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

রংপুর ও নীলফামারী জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে, কেয়ার বাংলাদেশ ও প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কারিগরি সহায়তায় এবং ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র বাস্তবায়নে Joint Action for Nutrition Outcome (JANO) শীর্ষক প্রকল্পের অবহিতকরণ ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রকল্পটি নীলফামারী জেলার নীলফামারী সদর, ডোমার, জলঢাকা ও কিশোরগঞ্জ এবং রংপুর জেলার তারাগঞ্জ, কাউনিয়া ও গঙ্গাচড়া উপজেলার ৬৮ টি ইউনিয়নের ২০৭ টি কমিউনিটি ক্লিনিক ও ৩৩০ টি স্কুলে সরকারের দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫) বাস্তবায়নে সহযোগীতা প্রদানের জন্য কাজ করবে।

নীলফামারী সদর উপজেলা

গত ১৬ জানুয়ারী ২০১৯, নীলফামারী জেলার সদর উপজেলার উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে Joint Action for Nutrition Outcome (JANO) শীর্ষক প্রকল্পের অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ মামুন ভূইয়ার সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান, নীলফামারী সদর জনাব মোঃ আবুজার রহমান। সভায় জানো প্রকল্পের অবহিতকরনের পাশাপাশি উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। এ সময় নবগঠিত পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সকল সদস্য, এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, এবং কেয়ার বাংলাদেশ ও ইএসডিও'র কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবুজার রহমান বলেন JANO প্রকল্প যদি সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করে তাহলে আমরা সহজেই সরকারের জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো। কেয়ার বাংলাদেশ'র মাল্টিসেক্টরাল গভার্নেন্স সেক্টরের প্রজেক্ট ম্যানেজার জনাব মোঃ গোলাম রাব্বানি অবহিতকরণ সভায় জানো প্রকল্পের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, প্রত্যাশিত ফলাফল, কাজের কৌশল সহ প্রকল্পের সার্বিক পরিচিতি সকলের সামনে উপস্থাপন করেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন ইএসডিও- জানো প্রকল্পের, প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব মারুফ আহ্‌মেদ।

ডোমার, নীলফামারী

গত ২১ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখে ডোমার উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে "Joint Action for Nutrition Outcome (JANO)" প্রকল্পের অবহিতকরন সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। ডোমার উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার

বাকী অংশ ৭ পৃষ্ঠায়

রুহিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে স্কুল স্যানিটেশন কমপ্লেক্স ভবন উদ্বোধন

ঠাকুরগাঁও উপজেলার রুহিয়া পশ্চিম ইউনিয়নের রুহিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ইনক্লুসিভ স্কুল স্যানিটেশন কমপ্লেক্স ভবনের উদ্ভোধন করা হয়েছে। ১৫ই জানুয়ারী (মঙ্গলবার) সকালে ওয়াটার এইড এর অর্থায়নে ইএসডিও এর সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রকল্প-২ এর সহযোগীতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জনাব মোশাররফ হোসেন, রুহিয়া পশ্চিম ইউনিয়নের সন্মানিত চেয়ারম্যান জনাব অনিল কুমার সেন, ইএসডিও এর নির্বাহী পরিষদের সদস্য জনাব মো: মোজাম্মেল হক, ওয়াটার এইড বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জনাব আব্দুল মতিন, ইমসডিও এর সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রজেক্ট-২ এর প্রজেক্ট ম্যানেজার জনাব আহমেদ হোসেন চৌধুরী, মনিটরিং অফিসার অনামিকা রায়, ইঞ্জিনিয়ার জনাব মশিয়ার রহমান, সিডিও আবদুর রউফ সহ অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। বিদ্যালয়ের কো-অপ্ট সদস্য নুরইসলাম নুরু, প্রধান শিক্ষক জনাব নাসিরুল ইসলাম সহ সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রী ও এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, ওয়াটার এইডের অর্থায়নে ও ইএসডিও এর সহযোগীতায় যে স্কুল স্যানিটেশন কমপ্লেক্স ভবনটি তৈরী করা হয়েছে এবং এতে পানির যে ব্যবস্থা ও ছাত্রীদের বিশেষ সময়ের জন্য যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা অত্যন্ত যুগোপযোগী। তিনি ওয়াটার এইড ও ইএসডিও কে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন রুহিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে বয়:সন্ধিকালে প্যাড অপসারনের যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা আমরা অন্যান্য বিদ্যালয়েও এটাকে অনুসরণ করতে পারি। এ বিদ্যালয়কে আমরা মডেল ধরে আমাদের বিভিন্ন প্রজেক্টের আওতায় বালিকা বিদ্যালয়গুলোতে যখন ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হবে তখন আমরা এধরনের ল্যাট্রিন তৈরী করার চেষ্টা করব।

প্রধান উপদেষ্টা

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান

নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

উপদেষ্টা

সেলিমা আখতার

অবৈতনিক পরিচালক (প্রশাসন), ইএসডিও

সম্পাদনা পরিষদ

নির্মল মজুমদার

আবু হেনা মোঃ মোবিনুল ইসলাম

মোঃ নাদিমুল ইসলাম

প্রকাশনায়: ইএসডিও, গোবিন্দনগর (কলেজপাড়া), ঠাকুরগাঁও-৫১০০। ফোন: +৮৮-০৫৬১-৫২১৪৯, +৮৮-০১৭১৪০৬৩৩৬০, ফ্যাক্স: +৮৮-০৫৬১-৬১৫৯৯
ইমেইল: esdobangladesh@hotmail.com, ওয়েব সাইড : www.esdo.net.bd